বীমা বার্তা

এপ্রিল - জুন' ২০২৪

সাধারণ বীমা কর্পোরেশন-এর মুখপত্র

রাষ্ট্রীয়খাতে একমাত্র নন-লাইফ বীমা ও পুন:বীমাকারী প্রতিষ্ঠান

সাধারণ বীমা কর্পোরেশন

(অর্থনৈতিক নিরাপত্তার প্রতীক)

৩৩, দিলকুশা বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-১০০০

বীমা বার্তা

এপ্রিল - জুন' ২০২৪

রাষ্ট্রীয়খাতে একমাত্র নন-লাইফ বীমা ও পুন:বীমাকারী প্রতিষ্ঠান

সাধারণ বীমা কর্পোরেশন

(অর্থনৈতিক নিরাপত্তার প্রতীক)

৩৩, দিলকুশা বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-১০০০

বীমা বার্তা

সম্পাদকঃ

মোঃ শামীম হোসেন
ম্যানেজার
জনসংযোগ বিভাগ, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।

সম্পাদনা পরিষদঃ

মাহবুব সোবহান সুমন
ডেপুটি ম্যানেজার
মানব সম্পদ বিভাগ, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।

মুহাম্মদ কামরুজ্জামান
ডেপুটি ম্যানেজার
অডিট এন্ড কমপ্লায়েন্স বিভাগ, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।

মোঃ জাহিদুল আরেফিন
ডেপুটি ম্যানেজার
জনসংযোগ বিভাগ, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।

মোঃ আরিফুর রহমান
জুনিয়র অফিসার
জনসংযোগ বিভাগ, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।

প্রকাশিত প্রবন্ধ, নিবন্ধ বা যে কোন লেখার বিষয়ে সম্পাদক দায়ী নয়।

সাধারণ বীমা কর্পোরেশনের পক্ষে জনসংযোগ বিভাগ কর্তৃক
৩৩ দিলকুশা বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-১০০০ থেকে প্রকাশিত
যোগাযোগঃ ৪১০৫১৬২২
ই-মেইলঃ sbcprd1973@gmail.com

বীমা বার্তা'র উপদেষ্টা মন্ডলী

প্রধান উপদেষ্টাঃ

মোঃ হারুন-অর-রশিদ
ব্যবস্থাপনা পরিচালক (অতি: সচিব)

উপদেষ্টামন্ডলীঃ

ওয়াসিফুল হক
জেনারেল ম্যানেজার
জোনাল অফিস, ঢাকা।

বিবেকানন্দ সাহা
জেনারেল ম্যানেজার
পুনঃবীমা বিভাগ, অর্থ বিভাগ (অতিরিক্ত দায়িত্ব), প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।

এস. এম. শাহ আলম
জেনারেল ম্যানেজার
দাবী বিভাগ, বিপণন, ব্যবসা উন্নয়ন ও দায়গ্রহণ বিভাগ,
মানব সম্পদ বিভাগ (অতিরিক্ত দায়িত্ব), ইসিজি বিভাগ (অতিরিক্ত দায়িত্ব)
প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।

স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণে বীমা শিল্পের গুরুত্ব

বর্তমান সরকার নানাবিধ কার্যক্রমের মাধ্যমে স্মার্ট বাংলাদেশ বাস্তবায়নে কাজ করে যাচ্ছে। মূলত স্মার্ট বাংলাদেশ বাস্তবায়ন করতে হলে দেশের সকল সেক্টরকে গুরুত্ব দিতে হবে কেননা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী টেকসই ও অন্তর্ভুক্তিমুলক উন্নয়নের কথা বলেছেন। এখানে উল্লেখ্য যে, বর্তমান সরকারের নানাবিধ পদক্ষেপের কারণে গত তিন দশকে ভারত ও পাকিস্তানের তুলনায় আর্থ-সামাজিক ও অর্থনৈতিক ১৪টি সূচকে এগিয়ে গেছে বাংলাদেশ। বাংলাদেশের উন্নয়নের ব্যাপ্তি শিল্প-বাণিজ্য, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কৃষি যোগাযোগ, বিদ্যুৎ, তথ্যপ্রযুক্তিসহ বিভিন্নি খাতে পরিলক্ষিত হলেও বীমা খাতে বাংলাদেশের সাফল্য উল্লেখযোগ্য নয় যদিও দেশের আর্থিক খাত বলতে ব্যাংক ও বীমা দুটি নামই চলে আসে। ব্যাংকের মতো বীমাও দেশের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি সেবামূলক আর্থিক খাত যেখানে বীমা হলো নির্দিষ্ট অর্থের বিনিময়ে জীবন, সম্পদ বা মালামালের সম্ভাব্য ক্ষয়ক্ষতির ঝুঁকি কোনো প্রতিষ্ঠানের কাছে স্থানান্তর করা। অন্যভাবে বলতে গেলে, বীমা হলো দুটি পক্ষের মধ্যে একটি আইনি চুক্তি, যেখানে একটি পক্ষ বীমাকারী বা বীমাকোম্পানি এবং অন্য পক্ষটি হলো বীমাকৃত ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান। এক্ষেত্রে বীমাকারী ঝুঁকিগ্রহণ করে এবং বীমাকৃত ব্যক্তি সেই ঝুঁকির বিনিময়ে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ প্রিমিয়াম দিয়ে থাকে।

আধুনিক যুগে মানুষ বীমাকে পণ্য হিসেবে ব্যবহার করে থাকেঃ যেমন যানবাহন বীমা, ভ্রমন বীমা, সম্পত্তি বীমা, চিকিৎসা বীমা এবং জীবন বীমা পরিকল্পনার অধীনে সুরক্ষা বীমা। অর্থ্যাৎ সকল জীবন বীমা এবং সাধারণ বীমা পরিকল্পনায় মানুষ সাধারণত সম্পত্তি, জীবন ও স্বাস্থ্যের সুরক্ষা নিশ্চিত করে। অর্থনৈতিক উন্নয়নে একটি মৌলিক সুরক্ষার হাতিয়ার হিসেবে বিশেষ ভূমিকা পালন করে থাকে বীমা শিল্প। বীমা একটি দেশের মানুষের বীমাযোগ্য ঝুঁকির বিরুদ্ধে সম্পত্তি ও জীবনকে রক্ষা করে। সুতারং,একটি দেশের জিডিপিতে বীমা শিল্প বিশেষ ভূমিকা পালন করে থাকে। বীমা কোম্পানী দ্বারা অর্জিত সকল ধরণের প্রিমিয়াম অর্থনৈতিক উন্নয়নে ইতিবাচক ভূমিকা পালন করে থাকে এবং একই সাথে বীমা শিল্প অর্থনীতিতে কর্মসংস্থান বৃদ্ধির পাশাপাশি অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিকে ত্বরান্বিত করতে বিশেষ ভূমিকা পালন করে থাকে। এ সমস্ত কারণে বিশ্ব অর্থনীতিতে বীমার ভূমিকা অনস্বীকার্য এবং এটি সেবা খাতের নির্ভরযোগ্য ক্ষেত্র হিসেবে চিহ্নিত করা হয়।

-২-

আমরা যদি বৈশ্বিকভাবে বীমা শিল্পের দিকে তাকাই তাহলে দেখতে পাই পৃথিবীর উন্নত দেশ সমূহে জিডিপিতে বীমার অবদান উল্লেখযোগ্য। উদাহরণস্বরূপঃ যুক্তরাজ্যে জিডিপিতে বীমার অবদান ১১.৮%; যুক্তরাষ্ট্রে ৮.১%; জাপানে ৮.১%; হংকংএ ১১.৪%; সিঙ্গাপুরে ৭%; ভারতে ৪.১%; ব্রাজিলে ৩.২% এবং চীনে ৩% । অথচ বাংলাদেশের জিডিপিতে বীমার অবদান মাত্র ০.৫৬% । এছাড়া, বীমার ঘনত্ব (প্রিমিয়াম পার ক্যাপিটা মার্কিন ডলারে) যুক্তরাজ্য এ ৪৫৩৫ ডলার, যুক্তরাষ্ট্রে ৩৮৪৬ ডলার, জাপানে ৫১৬৯ ডলার, হংকং এ ৩৯০৪ ডলার , ব্রাজিলে ৩৯৮ ডলার, চীনে ১৬৩ ডলার,ভারতে ৫৯ ডলার। পক্ষান্তরে, বীমা প্রিমিয়ামে মাথাপিছু ব্যয় বাংলাদেশে মাত্র ৯ ডলার, যা বিশ্বের সর্বনিম্ন।

বিশ্বব্যাংকের পরিসংখ্যান অনুযায়ী বাংলাদেশে প্রতি হাজারে মাত্র ৪ জনের জীবন বীমা রয়েছে যা বিশ্বের সর্বনিম্ন। অর্থাৎ দেশের বেশীরভাগ বীমাযোগ্য জীবন ও সম্পদ বীমার আওতা বহির্ভূত রয়েছে। বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ সংস্থার হিসাব অনুযায়ী, দেশের মোট জনসংখ্যার মাত্র ১২ শতাংশ জনগণ বীমার আওতায় এসেছে, যেখানে প্রাপ্তবয়স্ক জনসংখ্যার ৪৮ শতাংশ এখন ব্যাংকিং ছাতার নিচে। অর্থাৎ সামগ্রিকভাবে আর্থিক খাতের অন্য অংশের চেয়ে বীমা খাত পিছিয়ে আছে অনেকাংশে। সুতরাং, বাংলাদেশের বীমা খাত বৈশ্বিক বা অপরাপর তুলনীয় দেশের তুলনায় অনেক ছোট। তবে বাংলাদেশের বীমা খাতের সার্বিক সুশাসন এবং দক্ষ ব্যবস্থাপনা এই খাতকে ব্যাপক সম্ভাবনাময় করে তুলতে পারে।

আশার কথা, ২০০৯ সালে বর্তমান সরকার ক্ষমতা গ্রহনের পর বীমা শিল্পের উন্নয়ন এবং এ শিল্পের গতিশীলতা আনার লক্ষ্যে নানামুখি পদক্ষেপ গ্রহণ করেন যথাঃ বীমা আইন ১৯৩৮ পরিবর্তন করে বীমা আইন ২০১০ প্রবর্তন; বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রন কর্তৃপক্ষ আইন ২০১০; ২০১১ সালে বীমা খাতের শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনার লক্ষ্যে বীমা অধিদপ্তর বিলুপ্ত করে বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ (আইডিআরএ) প্রতিষ্ঠা; জাতীয় বীমা নীতি, ২০১৪ এবং বীমা কর্পোরেশন আইন, ২০১৯ প্রণয়ন। এছাড়া, স্বল্পতম সময়ের মধ্যে বীমা নীতি ও প্রবিধানমালা তৈরী করা হয় এবং বীমাকে বাণিজ্য মন্ত্রণালয় থেকে অর্থ মন্ত্রণালয়ের আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের আওতায় আনা হয়। সরকারের এসকল সংস্কারের ফলে বীমা শিল্পের গ্রহনযোগ্যতা এবং গুরুত্ব পূর্বের তুলনায় বহুগুন বৃদ্ধি পেয়েছে। ভবিষ্যতে জিডিপিতেও বীমা শিল্প উল্লেখযোগ্য অবদান রাখতে সক্ষম হবে বলে আশাবাদ ব্যক্ত করা যায়।

-৩-

ভবিষ্যৎ বাংলাদেশকে প্রযুক্তি সক্ষম, স্মার্ট এবং আরো টেকসই দেশ হিসেবে গড়ার জন্য সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনা নেয়া হয়েছে।

এর মূল উদ্দেশ্য হলো সব নাগরিকের জীবনযাত্রার মান উন্নত করা, নতুন অর্থনৈতিক সুযোগ তৈরি করা এবং টেকসই উন্নয়নের জন্য প্রযুক্তিকে কাজে লাগানো। ২০৪১ সালের মধ্যে স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণের মাধ্যমে স্মার্ট নাগরিক, স্মার্ট অর্থনীতি, স্মার্ট সোসাইটি এবং স্মার্ট সরকার প্রতিষ্ঠা করাও এ উদ্যোগের লক্ষ্য।

সম্প্রতি প্রকাশিত 'স্মার্ট বাংলাদেশ ভিশন ২০৪১: অল ইউ নিড টু এক্সপ্লোর' শীর্ষক গবেষণা পত্রে স্মার্ট বাংলাদেশের উদ্যোগের বর্ণনা দেয়া হয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে, 'স্মার্ট বাংলাদেশ মানুষের জীবন এবং দেশের সার্বিক উন্নয়নে প্রযুক্তির ব্যবহার এবং উদ্ভাবনী পদ্ধতির ওপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে। উন্নত প্রযুক্তির ব্যবহার, যেমন ইন্টারনেট অব থিংস (আইওটি), কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই) এবং ডেটা অ্যানালিটিকস হলো সমাজের বিভিন্ন দিক যেমন স্বাস্থ্যসেবা, শিক্ষা, পরিবহন এবং শাসন ব্যবস্থার উন্নতির জন্য মূল রূপান্তর। এ ক্রমবর্ধমান অর্থনীতির জন্য বীমা সুরক্ষা উপেক্ষা করা যায় না ।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক ১লা মার্চ জাতীয় বীমা দিবস ঘোষণা বীমা শিল্পে বৈপ্লবিক পরিবর্তন এনেছে এবং বীমা শিল্পের উন্নয়নে নতুন দিগন্ত উন্মোচন করেছে। কেননা জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্মৃতি বিজড়িত বীমা একটি পেশা। বঙ্গবন্ধুর বীমা পেশায় যোগদানের তারিখ ১ মার্চকে (১৯৬০ সালের ১মার্চ তৎকালীন আলফা ইনস্যুরেন্স এর বাংলাদেশ অঞ্চলের প্রধান হিসেবে যোগদান) ইতিহাসের পাতায় স্বর্ণাক্ষরে লিপিবদ্ধ করার মাধ্যমে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বীমা শিল্পকে এক অনন্য উচ্চতায় অধিষ্ঠিত করেছেন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী স্কুল পড়ুয়া ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য বঙ্গবন্ধু শিক্ষা বীমা চালুর ঘোষনা দেন। ইতিপূর্বে প্রবাসী কর্মীদের সুরক্ষার জন্য প্রবাসী বীমা চালু করা হয়েছে। এছাড়া বঙ্গবন্ধু সুরক্ষা বীমা এবং সার্বজনীন পেনশন বীমা পলিসি চালু করা হয়েছে। দেশের সর্বস্তরের জনসাধারনের স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সার্বজনীন স্বাস্থ্যবীমা, সার্বজনীন কৃষি/ফসলী শস্য বীমা প্রচলনের উদ্যোগ ইতোমধ্যেই গ্রহণ করা হয়েছে। বীমা শিল্পে উদ্ভাবন এবং তথ্য ও প্রযুক্তির ব্যবহার নিশ্চিত করার জন্য 'বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ রেগুলেটরি স্যান্ডবক্স গাইডলাইন্স, ২০২৩ জারি করা হয়েছে যার মাধ্যমে স্মার্ট বাংলাদেশের অন্যতম দুটি স্তম্ভ স্মার্ট সিটিজেন ও স্মার্ট সোসাইটি গঠনে ইনস্যুরেন্স বা বীমা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

-৪-

সর্বোপরি বীমাশিল্প জিডিপিতে ইতিবাচক প্রবৃদ্ধি ঘটাতে সক্ষম হবে। বর্তমানে বাংলাদেশের বীমা শিল্পে মোট ৮১টি বীমা কোম্পানি কার্যক্রম পরিচালনা করছে যার মধ্যে ৩৫টি জীবন বীমা কোম্পানি এবং ৪৬টি সাধারণ বীমা কোম্পানি। বাংলাদেশের বীমা শিল্প বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় নানাবিধ কারনে বীমা শিল্পটি এখনও অবহেলিত যার মূলে রয়েছে এদেশের মানুষের বীমা শিল্পের প্রতি অনভিজ্ঞতা, বীমা সম্পর্কে অসচেতনতা ও ইমেজ সংকট, বীমাদাবি পরিশোধের ক্ষেত্রে জটিলতা ও বিলম্বতা, পলিসি তামাদি হওয়া, আস্থার সংকট, বীমা খাতে যোগ্য নেতৃত্বের অভাব, দক্ষ এজেন্টের অভাব, বীমা শিল্পের সাথে জড়িত পেশার মানুষের নৈতিক আচরণের অনুপস্থিতি, বিক্রয়োত্তর পরিষেবার অপর্যাপ্ততা এবং উদ্ভাবনী বীমা পণ্যের অভাব।এছাড়া, অতিরিক্ত পরিচালনা ব্যয়, অটোমেশন সমস্যা তো আছেই।

বীমা শিল্পের বিদ্যমান সমস্যাগুলি দূর করতে প্রয়োজন বীমা কোম্পানিগুলোর স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা, সময়মতো বীমাদাবি পরিশোধের ব্যবস্থা করা, ই-পলিসি চালু, বীমা সেক্টরে অটোমেশনের পাশাপাশি ডিজিটাল ইকোসিস্টেম তৈরির উদ্যোগ গ্রহণ করা, বীমা সংক্রান্ত গবেষণা বৃদ্ধি, বীমা সম্পর্কিত আন্তর্জাতিক ও আঞ্চলিক যোগাযোগ বৃদ্ধি, বিভিন্ন সেমিনার, সিম্পোজিয়াম এবং বিজনেস সামিটের আয়োজনের উদ্যোগ গ্রহণ, দরিদ্র মানুষের জন্য পলিসি তৈরি করা, সামাজিক বীমার প্রচলণ, বীমা পেশায় নারীর অন্তর্ভূক্তি নিশ্চিত করা, দায় বীমার প্রসার করা, মোটরযান বীমা পুণরায় বাধ্যতামূলক চালু করা, নতুন নতুন বীমা পলিসি (গ্রুপ বীমা, ক্ষুদ্র স্বাস্থ্য বীমা, ক্ষুদ্র ঋণ বীমা, কৃষি বীমা, প্রাণিসম্পদ বীমা ইত্যাদি),বাধ্যতামূলক করতে হবে, বীমা শিল্পে সুশাসন নিশ্চিত করা। প্রকৃতপক্ষে, বীমা শিল্পের উন্নয়নে স্বল্প মেয়াদী, মধ্যেমেয়াদী এবং দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা গ্রহণের মাধ্যমে বীমা খাতকে আকর্ষনীয়, লাভজনক, জনবান্ধব এবং টেকসই শিল্প হিসেবে গড়ে তুলতে পারলে আগামী ২০৪১ সালের মধ্যে একটি সাশ্রয়ী, টেকসই, বুদ্ধিদীপ্ত, জ্ঞানভিত্তিক, উদ্ভাবনী স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ে তুলা সম্ভবপর হবে মর্মে আমরা আশাবাদী।

খন্দকার মিলানুর রহমান
ম্যানেজার
সাধারণ বীমা কর্পোরেশন
মিরপুর শাখা, মিরপুর-১, ঢাকা জোন ঢাকা।

বাংলাদেশে তাকাফুল বীমার সমস্যা

ক) ভুমিকাঃ

বাংলাদেশ একটি মুসলিম প্রধান দেশ। বিশ্বের চতুর্থ বৃহত্তম মুসলিম জনসংখ্যার দেশ হিসেবে বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার ৯২% এরও বেশি মুসলমান। ধর্মীয় কারণে ইসলামী ব্যাংকিংয়ের যেমন ব্যাপক চাহিদা রয়েছে, তেমনি ইসলামী বা তাকাফুল বীমারও চাহিদা হচ্ছে। ইসলামী বীমা হল বীমার এমন একটি রূপ যা ইসলামী লেনদেনের যে শরিয়াহ বিধান রয়েছে তা মেনে চলে। সাধারণত এই বীমা বিশ্বে তাকাফুল বীমা নামে বেশ পরিচিত। ইসলামী ইন্স্যুরেন্স বাংলাদেশ লিমিটেড ১৯৯৯ সালে বাংলাদেশে প্রথম তাকাফুল বা ইসলামী বীমাকারী হিসেবে বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ হতে অনুমোদন পায় এবং এ বীমা চালু করে। তারপর থেকে ক্রমাগত বিস্তার লাভ করে বাংলাদেশে প্রায় ১৫ টি ইসলামী বীমা কোম্পানি প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে। তাকাফুল বীমা কার্যক্রম বর্তমানে বীমা আইন, ২০১০ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। বিশ্বব্যাপী ইসলামিক ফাইন্যান্স সেক্টরে প্রায় ৩২৩টি প্রতিষ্ঠান ইসলামিক বীমা সেবা প্রদান করছে, যা উল্লেখ যোগ্য হারে সাম্প্রতিক বছরগুলিতে প্রসার লাভ করেছে। ইসলামিক ফাইন্যান্স সেক্টরে উন্নতি লাভকারী অন্যতম কিছু দেশ হল - মালয়েশিয়া, ইরান, সৌদি আরব, পাকিস্তান, বাহরাইন, সংযুক্ত আরব আমিরাত, নাইজেরিয়া, কেনিয়া, ওমান এবং সুদান।

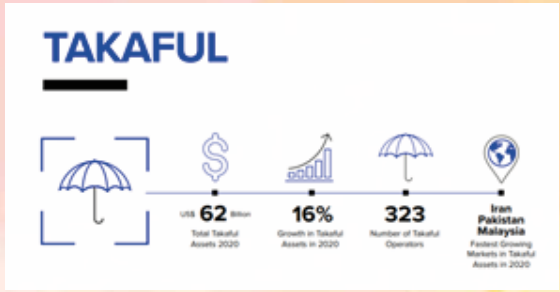

খ) তাকাফুল বীমার বর্তমান অবস্থাঃ

বর্তমানে বাংলাদেশে ৩৬টি জীবন বীমা প্রতিষ্ঠান এবং ৪৬টি নন-লাইফ বীমা প্রতিষ্ঠান ইন্স্যুরেন্স সেবা প্রদান করে। দেশের ৮২ টি বীমা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ১৬টি প্রতিষ্ঠান তাকাফুল বীমা কোম্পানি রয়েছে। বাংলাদশে পরিচালিত তাকাফুল বীমা কোম্পানি সমুহ অন্যান্য প্রথাগত বীমার মত নৌ, অগ্নি, মোটর, স্বাস্থ্য, ভ্রমণ, এবং দুর্ঘটনা বীমা পণ্য অফার করে থাকে।

ক্র: নং:	সাধারণ বীমা:	প্রতিষ্ঠা লাভ	শাখা	ই-মেইল এড্রেস	শরিয়া বোর্ড
১	ইসলামী ইন্স্যুরেন্স বাংলাদেশ লিমিটেড	২৫ অক্টোবর ১৯৯৯	৩৮	www.islamiinsurance.com	কোন তথ্য নেই
২	তাকাফুল ইসলামী ইন্স্যুরেন্স লিমিটেড	২১ ডিসেম্বর ১৯৯৯	৩২	www.takaful.com.bd	৫ সদস্য
৩	ইসলামী কমার্শিয়াল ইন্স্যুরেন্স কোঃ লিঃ	১ জানুয়ারি ২০০০	২৮	www.iciclbd.com	কোন তথ্য নেই
৪	নর্দার্ন ইসলামি ইন্স্যুরেন্স লিঃ	ডিসেম্বর ২০১৯	২৫	www.niil.com.bd	৬ সদস্য
	জীবনবীমা				
১	পদ্মা ইসলামী লাইফ ইন্স্যুরেন্স লিমিটেড	২৬ এপ্রিল ২০০০	৮	www.padmalife.com	৭ সদস্য
২	ফারইস্ট ইসলামিক লাইফ ইন্স্যুরেন্স কোঃ লিঃ	২৯ মে ২০০০	১০১২	www.fareastislamilife.com	কোন তথ্য নেই
৩	প্রগ্রেসিভ লাইফ ইন্স্যুরেন্স কোঃ লিঃ	২৭ ফেব্রুয়ারি ২০০০	২	www.progressivelife.com.bd	কোন তথ্য নেই
৪	প্রাইম ইসলামী লাইফ ইন্স্যুরেন্স লিমিটেড	২২ এপ্রিল ২০০২	৮৩	www.primeislamilifebd.com	৯ সদস্য
৫	বেঙ্গল ইসলামী লাইফ ইন্স্যুরেন্স লি.	৯ মে ২০১৩			কোন তথ্য নেই
৬	প্রটেক্টিভ ইসলামী লাইফ ইন্স্যুরেন্স কোং লি.	১৪ আগস্ট ২০১৩	১৮	www.protectivelife.com.bd	৬ সদস্য
৭	জেনিথ ইসলামী লাইফ ইন্স্যুরেন্স লি.	১৪ আগস্ট ২০১৩	৪৯	www.zenithlifebd.com	১০ জন সদস্য
৮	মার্কেন্টাইল ইসলামী লাইফ ইন্স্যুরেন্স লি.	২৫ সেপ্টেম্বর ১৩	১৫০	www.milil.com.bd	১০ জন সদস্য
৯	আলফা ইসলামী লাইফ ইন্স্যুরেন্স লিমিটেড	২৪ ফেব্রুয়ারি ১৪	-	www.alphalife.com.bd	৮ সদস্য
১০	ট্রাস্ট ইসলামী লাইফ ইন্স্যুরেন্স কোং লি.	০২ ডিসেম্বর ২০১৪	২৭	www.trustislamilife.com	৯ সদস্য
১১	আকিজ তাকাফুল লাইফ ইন্স্যুরেন্স পিএলসি	১৫ সেপ্টেম্বর ২০২১	১৮	www.akijtakafullife.com.bd	৭ সদস্য
১২	এনআরবি ইসলামিক লাইফ ইন্স্যুরেন্স লি.	০৬ মে ২০২১	৩৬	www.nrbislamiclife.com	১১ জন সদস্য

https://bn.wikipedia.org/wiki/
Islamic Finance DEVELOPMENT REPORT 2021 - REFINITIV
http://www.idra.org.bd/
পাশে উল্লেখিত ওয়েবসাইট হতে সংগ্রহিত তথ্য

গ) তাকাফুল বীমার সমস্যাঃ

১. প্রটেকশন গ্যাপঃ

তাকাফুল বীমার ক্রমবর্ধমান জনপ্রিয়তা সত্ত্বেও, বাংলাদেশে একটি উল্লেখযোগ্য প্রটেকশন গ্যাপ রয়েছে। এই প্রটেকশন গ্যাপ হল বীমা প্রহীতার প্রয়োজনীয় বীমা কভারেজের গ্রহণের চাহিদার পরিমাণ এবং তাদেরকে প্রকৃতপক্ষে অফারক্রিত বীমা কভারেজের পরিমাণের মধ্যে পার্থক্যকে বোঝায়। বাংলাদেশে, এই প্রটেকশন গ্যাপ বিশেষত নিম্ন আয়ের ব্যক্তি এবং পরিবারের মধ্যে বেশি পরিমানে বিদ্যমান।

বাংলাদেশে তাকাফুল বীমার প্রটেকশন গ্যাপের একটি প্রাথমিক কারণ হল বীমার সুবিধা সম্পর্কে জনগনের মধ্যে সচেতনতা এবং জ্ঞানের অভাব। বেশিরভাগ মানুষই বীমা কীভাবে কাজ করে তা বুঝতে পারে না। সাধারণ জনগণের ধারনা করে যে বীমা বা ব্যংক এর ডিপিএস এবং খুব ব্যয়বহুল এবং এর দাবীকৃত অর্থ পাওয়া যায় না।

২. লিগ্যাল ফ্রেমওয়ার্ক গ্যাপ

তাকাফুল বীমা খাতের যথাযথ উন্নয়নের জন্য প্রয়োজন একটি যথোপুযুক্ত লিগ্যাল ফ্রেমওয়ার্ক। বিশ্বের প্রায় ৪৭ টি দেশ তাকাফুল বীমা প্রতিষ্ঠান পরিচালনায় দিক নির্দেশনা প্রদানের জন্য আইন প্রণয়ন করেছে, যেমন- মালয়েশিয়া (১৯৮৩), সৌদি আরব (২০০৪), পাকিস্তান (২০০৫), বাহরাইন (২০০৬), সংযুক্ত আরব আমিরাত (২০১০), নাইজেরিয়া (২০১৩), কেনিয়া এবং ওমান (২০১৫)। বাংলাদেশ বখ্যে ২০০৯ সালে ব্যাংকিং খাতে ইসলামী ব্যাংকিং পরিচালনার জন্য বিস্তারিত দিক নির্দেশনা প্রদানের লক্ষ্যে গাইডলাইন ফর ইসলামিক ব্যাংকিং, ২০০৯ প্রণয়ন করেছে। অন্যদিকে বীমা খাতে ইসলামী বীমা বা তাকাফুল ইন্স্যুরেন্স পরিচালনার জন্য বীমা আইন ২০১০ এর কয়েকটি ধারা রয়েছে বিস্তারিত কোন গাইডলাইন বা আইন নাই।

	প্রথাগত বীমা	ইসলামিক বীমা	ইসলামিক ব্যাংকিং
আইন	বীমা আইন ২০১০; বীমা কর্পোরেশন আইন, ২০১৯; বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ আইন, ২০১০	কোন আইন নাই বীমা আইন ২০১০ এর ধারা নং- ১ (৭), ৭, ১৪৬	কোন আইন নাই
গাইডলাইন/ নীতিমাল	বীমা সম্পর্কিত বিধিমালা -১১ টি বীমা সম্পর্কিত নীতিমালা -৪ টি	কোন গাইডলাইন নাই	গাইডলাইন ফর ইসলামিক ব্যাংকিং, ২০০৯

৩. অবকাঠামোগত সমস্যাঃ

তাকাফুল বীমা ইন্ডাস্ট্রির প্রসার লাভে অন্যতম বাধা হল হল প্রথাগত বীমার সাথে সাথে এ বীমায় কাঠামোগত উন্নয়ন তেমন ঘটে নাই। এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য দুটি বিষয় হল শরীয়াহ সুপারভাইজরি বোর্ড এর সিমাবদ্ধতা ও শরিয়াহ আইনের উপর ভিত্তি করে তাকাফুল বীমা পন্যের অপ্রতুলতা।

i) শরীয়াহ বোর্ডঃ

ইসলামিক বীমা কার্যক্রম ইসলামী শরীয়ার সাথে সামঞ্জস্য করে পরিচালিত হচ্ছে কিনা তা নিশ্চিত করে শরিয়াহ সুপারভাইজরি বোর্ড। এই বোর্ড হল ইসলামিক ফাইন্যান্সিয়াল প্রতিষ্ঠানের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রশাসনিক উপকরণগুলির মধ্যে একটি। বিভিন্ন বীমা কোম্পানির ওয়েবসাইটের তথ্য অনুযায়ী বাংলাদেশে বর্তমানে তাকাফুল বীমা কার্যক্রম পরিচালনাকারী ১৬ (ষোল) টি তাকাফুল বীমা কোম্পানির মধ্যে ১০ (দশ)টি প্রতিষ্ঠানের ইসলামী বীমা কার্যক্রম তত্ত্বাবধানের জন্য একটি করে শরীয়াহ বোর্ড রয়েছে। এর মধ্যে প্রিন্সিপাল সাইয়েদ কামালউদ্দিন জাফরী সেন্ট্রাল শরীয়াহ কাউন্সিল ফর ইসলামিক ইন্স্যুরেন্স অফ বাংলাদেশ এর চেয়ারম্যান এবং যিনি বেশিরভাগ বীমা কোম্পানি শরীয়াহ বোর্ডের বোর্ডও চেয়ারম্যান বা সদস্য। এছাড়াও কয়েকটি তাকাফুল বীমা কোম্পানির শরীয়াহ বোর্ডে একই সদস্য দেখা যায়।

বিবরণ	নন-লাইফ বীমা/ সাধারণ বীমা	জীবন বীমা
শরীয়াহ বোর্ড গঠন	৩ টির মধ্যে ১ সাধারণ বীমা কোম্পানি	১২ এর মধ্যে ৯ জীবন বীমা কোম্পানি
তাকাফুল বীমার পেশাদার ব্যক্তি	৬ ইসলামিক স্কলার	২৫ ইসলামিক স্কলার (প্রায়)

ii) ইলসামিক বীমা পন্যের প্রিমিয়াম হার, পলিসি নিয়ম-নীতি নির্ধারণঃ

তাকাফুল বীমা ইন্ডাস্ট্রির আরেকটি সমস্যা হল ইলসামিক বীমা পন্যের প্রিমিয়াম হার, পলিসি নিয়ম-নীতি এখনও প্রথাগত বীমার জন্য প্রচলিত বীমার প্রিমিয়াম হার, পলিসি নিয়ম নীতি ব্যবহার করা হয়ে থাকে। ইসলামী নন-লাইফ এবং জীবন বীমা সংস্থাগুলি বীমা পলিসির প্রিমিয়াম হার, শর্তাবলী প্রদানে প্রচলিত বীমার হার, শর্তাবলী অনুসরণ করছে। এছাড়াও নন-লাইফ ইসলামী বীমার ক্ষেত্রে পুনঃবীমা একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, যা সারা বিশ্ব ব্যাপী তাকাফুল-রি কার্যক্রমের মাধ্যমে ব্যবস্থাপনা করা হয়ে থাকে। বর্তমানে, বিশ্বব্যাপী আনুমানিক ২০০টি ইসলামী বীমা এবং পুনঃবীমা সংস্থা রয়েছে, যা প্রধানত মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ জনসংখ্যা বা মুসলিম দেশগুলিতে অবস্থিত ।

Insurance Development and Regularity Authority website- http://www.idra.org.bd/
https://www.bb.org.bd/aboutus/regulationguideline/islamicbanking/guideislamicbnk_intro.pdf
Encyclopedia, Category: Encyclopedia; Published: 25 Oct 2019, https://doi.org/10.4337/9781788115834.00010

৪. ইলসামিক বীমা সম্পর্কিত শিক্ষার অভাবঃ

পেশাগত জ্ঞান প্রতিটি ব্যক্তির কর্মক্ষেত্রে পারফরম্যান্সের ভিত্তি, এই কারণেই সাধারণ শিক্ষার পাশাপাশি প্রফেশনাল জ্ঞান অর্জন বর্তমান প্রগতিশীল সংস্থাগুলির জন্য অপরিহার্য। সারা বিশ্বে প্রায় ১,০০৮ টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ইসলামিক ফাইন্যান্স বিষয়ে পাঠদান করে থাকে। পেশাদার জ্ঞান এবং গ্রাহক সচেতনতার সমন্বয় বীমা পণ্যের একটি শক্তিশালী বাজার তৈরি করা সম্ভব। কর্মচারীর পেশাগত জ্ঞান একজন গ্রাহকের চাহিদা পূরণের এবং তার উপর অর্পিত দায়িত্ব সঠিকভাবে সম্পাদন করতে অনুপ্রাণিত করে। অন্যদিকে, একজন সচেতন গ্রাহক জানেন কোনটি তার প্রয়োজন মেটানোর জন্য সবচেয়ে উপযুক্ত।

বীমা শিল্পে সাধারনত গ্রাহক সংগ্রহকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দেয়া হলেও পেশাগত জ্ঞানের গুরুত্বকে সাধারণত উপেক্ষা করা হয়। অন্যদিকে, প্রয়োজনীয় পেশাগত জ্ঞান বা দক্ষতা না থাকার ফলে তাকাফুল বীমার আন্ডাররাইটিংয়ে সঠিকভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা সম্ভব হয় না। তাই ইলসামিক বীমার প্রসারে পেশাগত জ্ঞানকে গুরুত্ব দিলে গ্রাহক সেবার মান উন্নয়ন করা সম্ভব হবে। এছারাও, দেশের বিভিন্ন শ্রেণীর ব্যবসা সেক্টর উন্নয়নের জন্য উচ্চ শিক্ষা পাঠ্যক্রমে উক্ত বিষয়ের অন্তর্ভুক্তি বা বিশেষায়িত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গঠন করা হয়েছে। বাংলাদেশের চামড়া শিল্প উন্নয়ন ও বিকাশের জন্য লেদার কলেজ গঠন করা হয়েছিল যা বর্তমানে বা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আওতাধীন একটি ইনস্টিটিউট, এছাড়াও গার্মেন্টস শিল্প উন্নয়নের জন্য গার্মেন্টস নিয়ন্ত্রণকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ বিজিএমইএ ইউনিভার্সিটি অব ফ্যাশন অ্যান্ড টেকনোলজি গঠন করেছে। বর্তমানে ব্যাংকিং বিষয়ক উচ্চশিক্ষা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান ব্যাংকিং বিষয়ের সাথে সংযোগ করে বেসিক কিছু কোর্স পাঠদাণের মাধ্যমে ইসলামিক ফাইন্যান্স সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের কিছু ধারণা করা হয়। ইসলামিক ব্যংকিং ও বীমা খাতের উন্নয়নের জন্য ইসলামিক ফাইন্যান্স কোর্স করা প্রয়োজন। এছাড়াও বীমা খাতকে বিশেষভাবে গুরুত্বে নিয়ে প্রচলিত বীমা ও ইসলামিক বীমা খাতের উন্নয়নের জন্য বীমা বিষয়ে উচ্চতা শিক্ষা কার্যক্রমসহ বিশেষায়িত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গঠন করা প্রয়োজন। বর্তমানে বাংলাদেশে উচ্চশিক্ষা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানে ইসলামিক ফাইন্যান্স কোর্সের একটি চিত্র নিম্নে উপস্থাপন করা হলোঃ-

	বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা	ব্যবসা অনুষদ	ইসলামিক ফাইন্যান্স
পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়			
সাধারণ বিশ্ববিদ্যালয়	১৪	১৪	০
মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়	৫	০	০
বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়	১৪	১৪	০
কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়	৭	৭	০
ইঞ্জিনিয়ারিং বিশ্ববিদ্যালয়	৫	৩	০
বিশেষায়িত পাবলিক ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ	৪	০	০
অন্যান্য বিশেষায়িত বিশ্ববিদ্যালয়	৫	৪	০

ঘ) সুপারিশঃ

বীমা খাতের নিয়ন্ত্রণকারী সংস্থা হিসেবে বীমা উন্নয়ন এবং নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ বিভিন্ন ইসলামী বীমা কোম্পানির শরীয়াহ কাউন্সিল গঠন বিষয়ে আরও নজরদারি ও ইসলামিক বীমা ব্যবসায় শরীয়াহ আইন বাস্তবায়নের মাধ্যমে গ্রাহক সেবার মান উন্নয়ন করা প্রয়োজন। ইসলামী বীমা ব্যবসায় প্রতিযোগীতা আনয়নের লক্ষ্যে ব্যাংক এর ন্যায় সরকারের পূর্বানুমতিক্রমে বা কর্তৃপক্ষের নিকট হইতে অনুমতি প্রাপ্তি সাপেক্ষে আলাদা শাখা স্থাপন এবং হিসাব রক্ষণ করতঃ প্রচলিত বীমা কোম্পানিকে ইসলামী বীমা ব্যবসা পরিচালনা করার অনুমতি প্রদান যেতে পারে। এছাড়াও পুনঃবীমা কার্যক্রমে তাকাফুল-রি এর ব্যবস্থাপনা সংযোজন করে ইসলামী বীমা ব্যবসায় স্বচ্ছতা আনয়ন করা দরকার। বাংলাদেশ ইন্স্যুরেন্স একাডেমি বাংলাদেশ সরকারের একমাত্র স্বায়ত্ব-শাসিত বীমা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসাবে ইসলামিক/তাকাফুল বীমা বিষয়ে জ্ঞান ও পেশাগত দক্ষতা উন্নয়নে বিভিন্ন সময় প্রশিক্ষণ কর্মশালা আয়োজন করে, যা নিয়মিত হওয়া প্রয়োজন। এ লক্ষ্যে বীমা উন্নয়ন এবং নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষকে দেশে বা বিদেশে ইসলামিক বীমা প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে অংশগ্রহণের মাধ্যমে এ সেক্টরের জনবলের দক্ষতা করা যেতে পারে। এছাড়াও বাংলাদেশ ব্যাংক এর ন্যায় স্বল্পকালীন সময়ের জন্য ইসলামিক ফাইন্যান্স এ পেশাদার জ্ঞান সম্পন্ন ব্যক্তিকে সেক্টর ডেভেলপমেন্টের জন্য নিয়োগ প্রদান করা যেতে পারে।

সামগ্রিকভাবে, এ বীমার সমস্যাগুলি নিরুপন করে আইনি কাঠামো উন্নয়ন, জনগনের মধ্যে সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি এবং প্রাতিষ্ঠানিক ও পেশাগত শিক্ষা প্রসারের মাধ্যমে বাংলাদেশে তাকাফুল বীমার বিকাশ সম্ভব।

**** মোঃ হাছানুজ্জামান, ডেপুটি ম্যানেজার, বিপণন, ব্যবসা উন্নয়ন ও দায়গ্রহণ বিভাগ, সাধারণ বীমা কর্পোরেশন, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।**

Encyclopedia, Category: Encyclopedia; Published: 25 Oct 2019, https://doi.org/10.4337/9781788115834.00010
Islamic Finance DEVELOPMENT REPORT 2021 - REFINITIV
Joshi, Y. (2017). nvestigating the Influence of Spirituality, Environmental Concern and Ecological Knowledge on Consumers ' Green Purchase Intention. PURUSHARTHA-A Journal of Management, Ethics and Spirituality,, 9(2), 54-61.

সাধারণ বীমা কর্পোরেশন কর্তৃক বিমান বাহিনীর প্রশিক্ষণ বিমান বিধ্বস্ত হয়ে বৈমানিক স্কোয়াড্রন লিডার জনাব অসীম জাওয়াদ-এর মৃত্যুজনিত দাবীর ১২ লক্ষ টাকার চেক হস্তান্তর

বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর 'সোর্ড অব অনার' প্রাপ্ত বৈমানিক স্কোয়াড্রন লিডার জনাব অসীম জাওয়াদ গত ০৯.০৫.২০২৪ তারিখে বিমানবাহিনীর একটি প্রশিক্ষণ বিমান বিধ্বস্ত হওয়ায় মৃত্যুবরণ করেন। সাধারণ বীমা কর্পোরেশন-এর পার্সোনাল এক্সিডেন্ট বীমা পলিসি'র আওতায় বীমা দাবীর একটি চেক টাঃ ১২,০০,০০০/- (বার লক্ষ মাত্র) টাকা গত ১২.০৫.২০২৪ তারিখে সাধারণ বীমা কর্পোরেশন কর্তৃক বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর ওয়ারেন্ট অফিসার জনাব মোহাম্মদ রায়হান উদ্দিন-এর নিকট হস্তান্তর করা হয়। উক্ত চেক হস্তান্তর অনুষ্ঠানে সাধারণ বীমা কর্পোরেশনের পক্ষ থেকে পুনঃবীমা বিভাগ, প্রধান কার্যালয়ের জেনারেল ম্যানেজার জনাব বিবেকানন্দ সাহা, ডেপুটি জেনারেল ম্যানেজার জনাব মোঃ আবদুল বারেক ও ম্যানেজার জনাব মুহাম্মদ মাসুম হোসেন খান উপস্থিত ছিলেন।

সাধারণ বীমা কর্পোরেশন কর্তৃক 'SBC FDR Management System' সফটওয়্যারের উদ্বোধন

সাধারণ বীমা কর্পোরেশনের এফডিআর ব্যবস্থাপনা সহজীকরণের লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠানটির আইটি বিভাগের সহকারী প্রোগ্রামার শেখ সাদিয়া হাসান কর্তৃক ডেভেলপকৃত 'SBC FDR Management System' সফটওয়্যারটি গত ০৬.০৬.২০২৪ তারিখে এসবিসি ট্রেনিং সেন্টার, প্রধান কার্যালয়ে কর্পোরেশনের পরিচালনা পর্ষদের মাননীয় চেয়ারম্যান জনাব দুলাল কৃষ্ণ সাহা, সচিব (অবঃ) কর্তৃক উদ্বোধন করা হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সাধারণ বীমা কর্পোরেশনের মাননীয় ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব মোঃ হারুন-অর-রশিদ (অতিরিক্ত সচিব) এবং সভাপতিত্ব করেন সাধারণ বীমা কর্পোরেশন প্রধান কার্যালয়, মানব সম্পদ বিভাগের জেনারেল ম্যানেজার জনাব এস.এম. শাহ আলম। এছাড়াও উক্ত অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন জনাব ওয়াসিফুল হক, জেনারেল ম্যানেজার, ঢাকা জোন, ঢাকা এবং জনাব বিবেকানন্দ সাহা, জেনারেল ম্যানেজার, পুনঃবীমা বিভাগ, প্রধান কার্যালয়সহ কর্পোরেশনের উর্দ্ধতন কর্মকর্তাবৃন্দ। সফটওয়্যারটি ডেভেলপমেন্টের জন্য আইটি বিভাগে কর্মরত সহকারী প্রোগ্রামার শেখ সাদিয়া হাসান'কে কর্পোরেশন কর্তৃক সম্মাননা স্মারক ও সম্মানী অর্থ প্রদান করা হয়।

বীমা দাবী

সাধারণ বীমা কর্পোরেশন, ঢাকা জোনাল অফিসের অধীনস্থ দিলকুশা শাখার সরকারী খাতে মূল্যবান বীমাগ্রহীতা মেসার্স বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম এক্সপ্লোরেশন এন্ড প্রোডাকশন কোম্পানি লিমিটেডকে গত ০৯.০৪.২০২৪ তারিখে ০১টি মটর বীমা দাবীর চেক (টাঃ ৭,৪৪,০১৩.০০/-) হস্তান্তর করেন অত্র জোনের সম্মানিত জেনারেল ম্যানেজার জনাব ওয়াসিফুল হক, ঢাকা জোনের দাবি বিভাগের সহকারী জেনারেল ম্যানেজার জনাব মোঃ জসিম উদ্দিন চৌধুরী, দিলকুশা শাখার ম্যানেজার জনাব মোঃ মনজুর মোরশেদ ও সহকারী ম্যানেজার মোঃ সিরাজুল ইসলাম এবং উক্ত চেক গ্রহণ করেন বীমা গ্রহীতার প্রতিনিধি হিসেবে উক্ত প্রতিষ্ঠানের ডেপুটি ম্যানেজার আবু মনসুর মো: সাইদুজ্জামান।

১৪ মে ২০২৪ সাধারণ বীমা কর্পোরেশন-এর ৫১তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষ্যে উক্ত তারিখে অভ্যন্তরীণ ট্রেনিং সেন্টার, সাবীক, প্রধান কার্যালয়ে একটি আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। উক্ত আলোচনা সভায় সাধারণ বীমা কর্পোরেশনের প্রধান কার্যালয় এবং ঢাকা জোনাল অফিসে কর্মরত সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ উপস্থিত ছিলেন।

১৪ মে ২০২৪ সাধারণ বীমা কর্পোরেশন-এর ৫১তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষ্যে এসবিসি অভ্যন্তরীণ ট্রেনিং সেন্টার, সাবীক, প্রধান কার্যালয়ে একটি আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। উক্ত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সাধারণ বীমা কর্পোরেশনের মাননীয় চেয়ারম্যান জনাব দুলাল কৃষ্ণ সাহা, সচিব (অবঃ) ও বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মাননীয় ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব মোঃ হারুন-অর-রশিদ। উক্ত অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন মানব সম্পদ বিভাগ, প্রধান কার্যালয়ের জেনারেল ম্যানেজার জনাব এস.এম. শাহ আলম। এছাড়াও সাধারণ বীমা কর্পোরেশন-এর সকল জোনাল প্রধানগণ (ঢাকা জোনাল অফিস ব্যতীত) সভায় ভার্চুয়ালি সংযুক্ত ছিলেন।

বীমা অংক ঃ ২,০০,০০০.০০ (দুই লক্ষ) টাকা।

বীমা পলিসির মেয়াদ ঃ ০১ (এক) বছর।

প্রিমিয়াম	টাকা ১০০.০০ (বাৎসরিক)।
ভ্যাট	টাকা ১৫.০০।

বয়স সীমা : ১৬ থেকে ৭৫ বছর।
গার্মেন্টস শ্রমিকদের জন্য বয়স ১৪ থেকে ৭৫ বছর।

বীমা পলিসি কোথায় পাবেন

সাধারণ বীমা কর্পোরেশনের দেশব্যাপী ৮৪টি শাখা অফিসের যে কোন অফিস থেকে এই বীমা পলিসি ইস্যু করা হচ্ছে।

সাধারণ বীমা কর্পোরেশন কর্তৃক প্রবর্তিত বঙ্গবন্ধু সুরক্ষা বীমা পলিসি দুর্ঘটনা কবলিত পরিবারের আর্থিক নিরাপত্তার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালনে সক্ষম।

আজই একটি বঙ্গবন্ধু সুরক্ষা বীমা পলিসি ক্রয় করে আপনার পরিবারের অর্থনৈতিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করুন।

"দুর্ঘটনায় যা হবে ক্ষতি
কিছুটা লাঘব হবে বীমা থাকে যদি"

বঙ্গবন্ধু সুরক্ষা বীমা

'করব বীমা গড়ব দেশ
বঙ্গবন্ধু'র বাংলাদেশ'

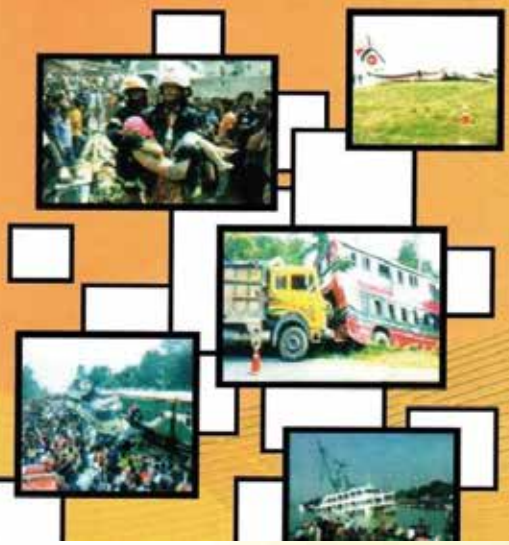

বঙ্গবন্ধু সুরক্ষা বীমা

স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে সাধারণ বীমা কর্পোরেশনের জনকল্যাণমূলক বীমা পলিসি "বঙ্গবন্ধু সুরক্ষা বীমা"।

বর্তমান বিশ্বে বিজ্ঞানের ক্রমবর্ধমান প্রযুক্তিগত উন্নতির ফলে মানুষের জীবনযাত্রার মান যেমন আরামদায়ক হয়েছে, তেমনি বিপদসংকুলও হয়ে পড়েছে। সড়কপথ, রেলপথ, জলপথের ন্যায় আকাশপথও আজ দুর্ঘটনা মুক্ত নয়। ফলশ্রুতিতে দুর্ঘটনা নিত্যদিনের স্বাভাবিক ঘটনায় রূপ ধারণ করেছে। প্রতিনিয়ত সম্ভাব্য বিপদ ও ঝুঁকির ভিতর দিয়ে চলছে সব মানুষ। পরিবারের উপার্জনশীল ব্যক্তি যখনই দুর্ঘটনায় প্রাণ হারাচ্ছেন, স্থায়ী বা অস্থায়ীভাবে কর্মক্ষমতা হারাচ্ছেন তখনই সে পরিবারের উপর নেমে আসছে অর্থনৈতিক বিপর্যয় এবং পরিবারটি হয়ে পড়ে সহায় সম্বলহীন। দুর্ঘটনায় ক্ষতিগ্রস্ত অসহায় পরিবারটিকে কিছুটা আর্থিক সহায়তা প্রদানের মাধ্যমে ব্যক্তিজীবন তথা পারিবারিক জীবনের আর্থিক নিরাপত্তার দিক বিবেচনা করে সাধারণ বীমা কর্পোরেশন প্রবর্তণ করেছে "বঙ্গবন্ধু সুরক্ষা বীমা"।

দেশের আপামর জনগণ বিশেষ করে নিম্ন আয়ের শ্রমজীবী, পেশাজীবী মানুষ দুর্ঘটনার কারণে আহত বা নিহত হয়ে আর্থিক ক্ষতির মধ্যে পড়লে তা থেকে সুরক্ষার জন্য স্বল্প প্রিমিয়ামের বিনিময়ে "বঙ্গবন্ধু সুরক্ষা বীমা" শীর্ষক স্বাস্থ্য বীমা পলিসি চালু করেছে সাধারণ বীমা কর্পোরেশন।

বীমার আওতায় আর্থিক সহায়তা

* বীমা মেয়াদে দুর্ঘটনার ফলে মৃত্যু/দুর্ঘটনা ঘটার তারিখ থেকে ৬ (ছয়) মাসের মধ্যে আহত বীমাগ্রহীতার মৃত্যু ঘটলে তাঁর নমিনী পাবেন ২,০০,০০০.০০ (দুই লক্ষ) টাকা।

* বীমা মেয়াদে দুর্ঘটনার ফলে দুর্ঘটনা ঘটার তারিখ থেকে ৬ (ছয়) মাসের মধ্যে বীমাগ্রহীতার দুই চোখ, দুই হাত, দুই পা অথবা এক চোখ এবং এক পা অথবা এক হাত এবং এক পা ক্ষতিগ্রস্ত হলে তিনি পাবেন ২,০০,০০০.০০ (দুই লক্ষ) টাকা।

বঙ্গবন্ধু সুরক্ষা বীমা

স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে সাধারণ বীমা কর্পোরেশনের জনকল্যাণমূলক বীমা পলিসি "বঙ্গবন্ধু সুরক্ষা বীমা"।

বর্তমান বিশ্বে বিজ্ঞানের ক্রমবর্ধমান প্রযুক্তিগত উন্নতির ফলে মানুষের জীবনযাত্রার মান যেমন আরামদায়ক হয়েছে, তেমনি বিপদসংকুলও হয়ে পড়েছে। সড়কপথ, রেলপথ, জলপথের ন্যায় আকাশপথও আজ দুর্ঘটনা মুক্ত নয়। ফলশ্রুতিতে দুর্ঘটনা নিত্যদিনের স্বাভাবিক ঘটনায় রূপ ধারণ করেছে। প্রতিনিয়ত সম্ভাব্য বিপদ ও ঝুঁকির ভিতর দিয়ে চলছে সব মানুষ। পরিবারের উপার্জনশীল ব্যক্তি যখনই দুর্ঘটনায় প্রাণ হারাচ্ছেন, স্থায়ী বা অস্থায়ীভাবে কর্মক্ষমতা হারাচ্ছেন তখনই সে পরিবারের উপর নেমে আসছে অর্থনৈতিক বিপর্যয় এবং পরিবারটি হয়ে পড়ে সহায় সম্বলহীন। দুর্ঘটনায় ক্ষতিগ্রস্ত অসহায় পরিবারটিকে কিছুটা আর্থিক সহায়তা প্রদানের মাধ্যমে ব্যক্তিজীবন তথা পারিবারিক জীবনের আর্থিক নিরাপত্তার দিক বিবেচনা করে সাধারণ বীমা কর্পোরেশন প্রবর্তন করেছে "বঙ্গবন্ধু সুরক্ষা বীমা"।

দেশের আপামর জনগণ বিশেষ করে নিম্ন আয়ের শ্রমজীবী, পেশাজীবী মানুষ দুর্ঘটনার কারণে আহত বা নিহত হয়ে আর্থিক ক্ষতির মধ্যে পড়লে তা থেকে সুরক্ষার জন্য স্বল্প প্রিমিয়ামের বিনিময়ে "বঙ্গবন্ধু সুরক্ষা বীমা" শীর্ষক স্বাস্থ্য বীমা পলিসি চালু করেছে সাধারণ বীমা কর্পোরেশন।

বীমার আওতায় আর্থিক সহায়তা

* বীমা মেয়াদে দুর্ঘটনার ফলে মৃত্যু/দুর্ঘটনা ঘটার তারিখ থেকে ৬ (ছয়) মাসের মধ্যে আহত বীমাগ্রহীতার মৃত্যু ঘটলে তাঁর নমিনী পাবেন ২,০০,০০০.০০ (দুই লক্ষ) টাকা।

* বীমা মেয়াদে দুর্ঘটনার ফলে দুর্ঘটনা ঘটার তারিখ থেকে ৬ (ছয়) মাসের মধ্যে বীমাগ্রহীতার দুই চোখ, দুই হাত, দুই পা অথবা এক চোখ এবং এক পা অথবা এক হাত এবং এক পা ক্ষতিগ্রস্ত হলে তিনি পাবেন ২,০০,০০০.০০ (দুই লক্ষ) টাকা।

সাধারণ বীমা কর্পোরেশন

প্রধান কার্যালয়, ৩৩, দিলকুশা বা/এ, ঢাকা।

website: www.sbc.gov.bd

সরকারি সম্পত্তি সাধারণ বীমা কর্পোরেশনে বীমাকরণের বিধি-বিধান সম্পর্কিত বিজ্ঞপ্তি

সাধারণ বীমা কর্পোরেশন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়-এর অধীন একটি রাষ্ট্র মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠান। বীমা কর্পোরেশন আইন-২০১৯ অনুযায়ী সরকারি সম্পত্তির অনুকূলে শুধু সাধারণ বীমা কর্পোরেশন থেকে সকল ধরনের বীমা পলিসি গ্রহণ করার বিধান রয়েছে। বীমা কর্পোরেশন আইন-২০১৯ অনুযায়ী সরকারি সম্পত্তির বীমাকরণ সম্পর্কিত বিধান নিম্নরূপঃ

ধারা ১৬। সরকারি সম্পত্তি বীমাকরণঃ- (১) কোনো সরকারি সম্পত্তি অথবা সরকারি সম্পত্তি সংশ্লিষ্ট কোনো ঝুঁকি বা দায় সম্পর্কিত সকল প্রকার নন-লাইফ বীমা ব্যবসা সাধারণ বীমা কর্পোরেশন ১০০% (শতকরা একশত ভাগ) অবলিখন (underwrite) করিয়া উহার ৫০% (শতকরা পঞ্চাশ ভাগ) নিজের নিকট রাখিয়া অবশিষ্ট ৫০% (শতকরা পঞ্চাশ ভাগ) সকল বেসরকারি নন-লাইফ বীমা কোম্পানির মধ্যে সমহারে বন্টন করিবে।

ব্যাখ্যা- এই ধারার উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, ''সরকারি সম্পত্তি'' অর্থ-

(ক) যে কোনো ধরনের স্থাবর অথবা অস্থাবর সম্পত্তি যাহা সরকারের সরাসরি নিয়ন্ত্রণে কিংবা সংরক্ষণে রহিয়াছে এবং যাহার রক্ষণাবেক্ষণের আইনগত দায়িত্ব সরকারের;
(খ) সরকার অথবা স্থানীয় কর্তৃপক্ষের বরাবরে ন্যস্ত সম্পত্তি;
(গ) সরকার বা স্থানীয় কর্তৃপক্ষের ব্যবস্থাধীনে বা নিয়ন্ত্রণে থাকা কোনো কোম্পানি, খামার, প্রতিষ্ঠান, সংগঠন, উদ্যোগ বা অন্য কোনো স্থাপনা, অথবা যেইগুলিতে সরকারের বা সরকার ও স্থানীয় কর্তৃপক্ষের বা সরকার ও কোনো কোম্পানির যৌথ নিয়ন্ত্রণ ও ব্যবস্থাপনা রহিয়াছে বা যাহাতে সরকার বা স্থানীয় কর্তৃপক্ষের ঐরূপ আর্থিক সংশ্লেষ বা স্বার্থ রহিয়াছে বা কোনো কোম্পানির অর্থায়নে সরকারের গ্যারান্টি রহিয়াছে;
(ঘ) সরকারের গ্যারান্টিযুক্ত বৈদেশিক ঋণ বা আর্থিক সাহায্যে পরিচালিত যে কোনো প্রকল্প;
(ঙ) সরকার কর্তৃক নির্ধারিত অন্য কোনো সম্পত্তি।

বর্ণিত আইনের ১৬ (৩) ধারায় উল্লেখ রয়েছে-

''১৬ (১) এর বিধান লঙ্ঘন করিয়া গৃহীত বা ইস্যুকৃত যে কোনো বীমা বাতিল বলিয়া গণ্য হইবে''

- উক্ত আইন সম্পর্কে সম্যক ধারণা না থাকায় বা অসচেতনতাবশতঃ কতিপয় সরকারি সংস্থা তাঁদের আওতাধীন সম্পত্তি ও দায়ের বিপরীতে বেসরকারি বীমা কোম্পানির নিকট হতে বীমা পলিসি নিয়ে থাকে, যা আইনত বৈধ নয় এবং এর ফলে সরকার প্রিমিয়াম বাবদ রাজস্ব আয় হতে বঞ্চিত হচ্ছে;

- সুতরাং বীমা কর্পোরেশন আইন-২০১৯ অনুযায়ী সরকারি খাতের সকল সম্পত্তির বীমা ঝুঁকি কেবল রাষ্ট্রীয় নন-লাইফ বীমা ও পুনঃবীমাকারী প্রতিষ্ঠান হিসেবে সাধারণ বীমা কর্পোরেশন হতে গ্রহণ করার বাধ্যবাধকতা রয়েছে। এতদ্সত্ত্বেও আইন লঙ্ঘন করে কোন কোন বেসরকারি নন-লাইফ বীমা কোম্পানি সরকারি সম্পত্তির অনুকূলে বীমা পলিসি ইস্যু করছে যা কোনভাবেই বাঞ্ছনীয় নয়। নন-লাইফ বেসরকারি বীমা কোম্পানি কর্তৃক সরকারি সম্পত্তির বীমা ঝুঁকি গ্রহণ বর্তমান বীমা আইনের সম্পূর্ন পরিপন্থী। বীমা কর্পোরেশন আইন-২০১৯ অনুযায়ী সরকারি সম্পত্তির বীমা ঝুঁকির বিপরীতে সাধারণ বীমা কর্পোরেশন থেকে বীমা পলিসি গ্রহণ করার জন্য এবং বেসরকারি নন-লাইফ বীমা কোম্পানি কর্তৃক সরকারি সম্পত্তির বিপরীতে বীমা পলিসি ইস্যু না করার জন্য অনুরোধ করা হলো;

- উল্লেখ্য যে, কোন বেসরকারি নন-লাইফ বীমা কোম্পানি কর্তৃক সরকারি খাতের ব্যবসা সংক্রান্ত বীমা পলিসি ইস্যু করা হলে উক্ত পলিসি কর্পোরেশন আইন, ২০১৯ এর ধারা ১৬ এর উপধারা ১ অনুযায়ী বাতিল বলে গণ্য হবে এবং পরবর্তীতে ইস্যুকৃত পলিসির প্রিমিয়াম ফেরত নেয়া হবে। তাছাড়া উদ্ভূত পরিস্থিতিতে দাবি সংক্রান্ত বিষয়ে জটিলতা সৃষ্টি করবে। এ বিষয়ে সকল বেসরকারি নন-লাইফ বীমা কোম্পানির সার্বিক সহযোগিতা কামনা করা হচ্ছে।

- এমতাবস্থায়, সকল সরকারি সম্পদের বীমা ঝুঁকি সাধারণ বীমা কর্পোরেশন হতে গ্রহণ করার জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে বিশেষভাবে অনুরোধ করা যাচ্ছে।

মোঃ হারুন-অর-রশিদ
ব্যবস্থাপনা পরিচালক (অতিরিক্ত সচিব)

SADHARAN BIMA CORPORATION

Born Leader.....
All The Way

Besides traditional insurances like Fire, Marine, Motor and Miscellaneous, Sadharan Bima Corporation underwrites other non-traditional insurances such as Export Credit Guarantee, Engineering, Aviation & Satellite, Oil & Gas Exploration, Dread Disease, Overseas Mediclaim insurance etc. And Also the Ione Reinsurer of the country.

33, Dilkusha Commercial Area, Dhaka.

সম্পদ আপনার ঝুঁকি আমাদের !

আপনার সম্পদের অগ্নি, নৌ, মটর বিবিধ ঝুঁকি বহন করে থাকে রাষ্ট্রীয় খাতে নন-লাইফ বীমার একমাত্র প্রতিষ্ঠান 'সাধারণ বীমা কর্পোরেশন'। পাশাপাশি ইঞ্জিনিয়ারিং, বিমান ও স্যাটেলাইট, তেল-গ্যাস উত্তোলন, ওভারসীস মেডিক্লেইম, ব্যক্তিগত দূর্ঘটনা বীমাসহ এক্সপোর্ট ক্রেডিট গ্যারান্টি বীমার ঝুঁকিও বহন করে থাকে।

দেশের একমাত্র রাষ্ট্রীয় বীমাকারী ও পুনঃবীমাকারী প্রতিষ্ঠান 'সাধারণ বীমা কর্পোরেশন'।

রাষ্ট্রীয় খাতে নন-লাইফ বীমা ও পুন:বীমার একমাত্র প্রতিষ্ঠান।

সাধারণ বীমা কর্পোরেশন
SADHARAN BIMA CORPORATION
(অর্থনৈতিক নিরাপত্তার প্রতীক)
৩৩, দিলকুশা বা/এ, ঢাকা।

রাষ্ট্রীয়খাতে একমাত্র নন-লাইফ বীমা ও পুন:বীমাকারী প্রতিষ্ঠান

সাধারণ বীমা কর্পোরেশন

(অর্থনৈতিক নিরাপত্তার প্রতীক)

৩৩, দিলকুশা বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-১০০০